

টেবিল-৩ এ উল্লেখিত দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরীতে টেবিল-৪ অনুসরণ করা যেতে পারে। দানাদার খাদ্য দিনে দুইবার সকাল ও বিকাল দিতে হবে, তবে দুপুরে আর একবার দিলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।

টেবিল-৪: বাড়ন্ত বকনা বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরীর তালিকা			
ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২
১	গমের ভূষি	৪০ কেজি	৪০ কেজি
২	খেসারী চূর্ণ	-	১০ কেজি
৩	চাউলের কুঁড়া	১৮ কেজি	২৮ কেজি
৪	তিলের খৈল	২০ কেজি	২০ কেজি
৫	খেসারী ভূষি	২০ কেজি	-
৬	লবণ	১ কেজি	১ কেজি
৭	ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	১ কেজি	১ কেজি
		মোট	১০০ ভাগ

খাদ্য তৈরী ও খাদ্য খাওয়ানোর নিয়মঃ

বাছুরের বয়স ৩ মাসের বেশী হলে তার দৈহিক ওজনের শতকরা ৩ ভাগ খাদ্য দিতে হয়। সুতরাং ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি বাছুরের খাদ্যে গুরু পদার্থের প্রয়োজন হবে ৩ কেজি।

- ১। মোট গুরু পদার্থের ৩ ভাগের ১ ভাগ আসবে দানাদার খাদ্য থেকে এবং ২ ভাগ আসবে আঁশযুক্ত খাদ্য থেকে।
- ২। আঁশযুক্ত খাদ্যের ৩ ভাগের ১ ভাগ আসবে শুকনা খড় থেকে এবং ২ ভাগ আসবে কাঁচা ঘাস থেকে।
- ৩। ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউ এম এস) বা সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে ভাল দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়।
- ৪। উক্ত পরিমাণ খাদ্য সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিনে ২ বার সকাল ও বিকালে দিতে হবে এবং দিনের অধিকাংশ সময়েই বাছুরকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে।



ষাঁড় বাছুরের (৩ মাস পর থেকে বয়ঃসন্ধি হওয়া পর্যন্ত) খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- ১। ৫-৬ মাস বয়সের ষাঁড় বাছুরকে প্রজননের জন্য বাছাই করতে হবে এবং বাছাইকৃত ষাঁড় বাছুর আলাদা করে রাখতে হবে।
- ২। মহিষকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে। কাঁচাঘাসের সাথে প্রয়োজনানুযায়ী শক্তি সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ (মিশ্রণ তৈরীর ক্ষেত্রে টেবিল-৪ এর যে কোন একটি মিশ্রণ অনুসরণ করা যেতে পারে) সরবরাহ করতে হবে।

৩। ষাঁড় মহিষকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়ানোর প্রয়োজন নাই। কারণ এতে মহিষের বেশি মেদ জমে যাবে, ফলে প্রজনন/পালে সমস্যা হবে।

৪। দানাদার খাদ্যের মধ্যে অঙ্কুরিত ছোলা দেওয়া যেতে পারে। ছোলাকে একদিন ভিজিয়ে পরের দিন দেওয়া হয়। এটি ষাঁড়কে প্রচুর শক্তি প্রদান করে সেই সাথে ভিটামিন ই সরবরাহ করে বীর্যের গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।

টেবিল-৫: ৩ মাস থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত ষাঁড় বাছুরের দৈনিক খাদ্য তালিকা

বকনার বয়স (মাস)	দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে	কচি ঘাস সরবরাহ করতে হবে	খড় সরবরাহ করতে হবে
৩-৬ মাস পর্যন্ত	১.৫-২.০ কেজি	৫-৮ কেজি পরিমাণ	১ কেজি
৬-১২ মাস পর্যন্ত	২.০-২.৫ কেজি	৮-১৫ কেজি পরিমাণ	১.৫ কেজি
১২ মাস থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত	২.৫-৩.০ কেজি	১৫-৩০ কেজি পরিমাণ	১.৫-৩.০ কেজি

মহিষের বাছুর পালনের ক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো



মো: খোরশেদ আলম, পিএইচডি রিসার্চ ফেলো, বিএলআরআই।
 মো: মজনু সরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ।
 ডা. মুনতাজির বিন নোমান, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেশন, এসডিআই।

সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক (সিইও), এসডিআই।
 মো. আশরাফ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার (ডেভেলপমেন্ট), এসডিআই।

প্রকাশনায় : সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)।

মহিষের বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা



PACE প্রকল্পের আওতায়

“উপকূলীয় চরাঞ্চলে (সন্দ্বীপ ও উড়িরচর) মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)



সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)

মহিষের বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

মহিষের বাছুর বলতে জন্মের পর থেকে বাড়ন্ত/বয়ঃসন্ধি বয়স পর্যন্ত বয়সের মহিষের বাচ্চাকে বুঝায়। এ বয়সের মহিষের বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরী কেননা আজকের বাছুরই আগামী দিনের দুধ উৎপাদনশীল গাভী মহিষে ও উন্নতমানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা মাংস উৎপাদনকারী মহিষে পরিণত হবে। সঠিকভাবে বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কেবলমাত্র ভবিষ্যতের একটি কাংশিত মাত্রার উৎপাদন (দুধ ও মাংস) ও পুনরুৎপাদনক্ষম (প্রজনন) মহিষ পাওয়া সম্ভব। বয়সভেদে তিন ধাপে বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা করা যায়:

১। প্রথম ধাপ: নবজাত (জন্মের পর থেকে তিন দিন পর্যন্ত) বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

জন্মের প্রথম ৩ সপ্তাহ বাছুরের জন্য খুব সংকটময় সময় কারণ এ সময় বাছুরের মৃত্যুর হার বেশী হয়ে থাকে। নবজাতক বাছুরকে জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে কমপক্ষে দুই থেকে তিন লিটার পরিমাণ শাল দুধ/কলোস্ট্রাম/কাঁচলা দুধ খাওয়াতে হবে। শাল দুধ/কলোস্ট্রাম/কাঁচলা দুধ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং নবজাত বাছুরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।

দুধ খাওয়ানোর নিয়মঃ দৈনিক প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ১০ কেজি অর্থাৎ ২০-২৫ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য দৈনিক ২.০ থেকে ২.৫ লিটার শাল দুধ বা কলোস্ট্রাম বা কাঁচলা দুধ খাওয়াতে হবে।



সর্তকতাঃ

ক) অবশ্যই বাচ্চা জন্ম দেয়ার আধ ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চাকে শাল দুধ বা কলোস্ট্রাম বা কাঁচলা দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে।

খ) বাচ্চা একা একা মায়ের বাট চুষে খেতে না পারলে বোতল ফিডিং (বোতলে করে খাওয়ানো) করাতে হবে। কোনভাবেই এ শাল দুধ ফেলে দেয়া যাবে না।

২। দ্বিতীয় ধাপ: চার দিন বয়স হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

এ সময় বাছুরকে মায়ের বাট থেকে দুধ চুষে খাওয়ানোর পাশাপাশি বাছুরকে সুস্বাদু দানাদার খাদ্য দেয়া উচিত। বাছুরের সুস্বাদু দানাদার খাদ্য হচ্ছে বাছুরের খাদ্য উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্যের সংমিশ্রণ যা হাতে ২০-২৩% পরিপাচ্য আমিষ এবং ৭০-৭৩% সামগ্রিক খাদ্য-পুষ্টি থাকে। এক্ষেত্রে ঘরে তৈরী কাফ স্টাটার অথবা বাজারে প্রাপ্ত ভালো ফিড কোম্পানীর কাফ স্টাটার ফিড খাওয়ানো যেতে পারে।

খাদ্য খাওয়ানোর নিয়মঃ

দৈনিক প্রতি ৫০-৭৫ কেজি দৈনিক ওজনের বাছুরের জন্য টেবিল-১ অনুসরণ করে খাদ্য খাওয়াতে হবে এবং বাছুরের সুস্বাদু দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরীর ক্ষেত্রে টেবিল-২ এ উল্লিখিত মিশ্রণ অনুসরণ করে তৈরী করা যাবে।



টেবিল-১: চার দিন বয়স হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের খাদ্য প্রদানের নিয়ম

বাছুরের বয়স (সপ্তাহ)	২৫-৫০ কেজি দৈনিক ওজনের বাছুরের জন্য			
	দুধ সরবরাহ করতে হবে		সুস্বাদু দানাদার খাদ্য মিশ্রণের পরিমাণ	কচি ঘাস সরবরাহের পরিমাণ
	সকাল	বিকাল		
৪-৭ দিন	১.২৫ কেজি	১.২৫ কেজি	প্রয়োজন নেই	প্রয়োজন নেই
২ সপ্তাহ	১.৫ কেজি	১.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
৩ সপ্তাহ	১.৬ কেজি	১.৬ কেজি	১০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
৪ সপ্তাহ	১.৫ কেজি	১.৫ কেজি	৩০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
৫ সপ্তাহ	১.২৫ কেজি	১.২৫ কেজি	৪০০ গ্রাম	৫৫০ গ্রাম
৬ সপ্তাহ	১.২৫ কেজি	১.২৫ কেজি	৬০০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম
৭ সপ্তাহ	১.০ কেজি	১.০ কেজি	৭০০ গ্রাম	৭০০ গ্রাম
৮ সপ্তাহ	০.৮৫ কেজি	০.৮৫ কেজি	৮০০ গ্রাম	৮০০ গ্রাম
৯ সপ্তাহ	০.৬৫ কেজি	০.৬৫ কেজি	১০০০ গ্রাম	১০০০ গ্রাম
১০ সপ্তাহ	-	-	১২০০ গ্রাম	১১০০ গ্রাম
১১ সপ্তাহ	-	-	১৩০০ গ্রাম	১২০০ গ্রাম
১২ সপ্তাহ	-	-	১৪০০ গ্রাম	১৪০০ গ্রাম
১৩ সপ্তাহ	-	-	১৭০০ গ্রাম	১৯০০ গ্রাম



টেবিল-২: বাছুরের জন্য সুস্বাদু দানাদার খাদ্য তৈরীর মিশ্রণের তালিকা (কেজি)

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	পরিমাণ
১	ভুট্টা/গম/ওট ভাংগা	৫০ ভাগ
২	তিলের খৈল/সরিষার খৈল/বাদামের খৈল	৩০ ভাগ
৩	গমের ভূষি/ ধানের কুঁড়া	৮ ভাগ
৪	মাছের গুঁড়া/গুঁড়া দুধ/মাংসের অংশ	১০ ভাগ
৫	খনিজ পদার্থ	২ ভাগ
মোট		১০০ ভাগ

উপরোক্ত প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যের সাথে চিটাগুড় ৫-১০ কেজি, ভিটামিন ১০ গ্রাম, খাদ্য লবণ ৫০০ গ্রাম এবং এনরোফেজ (Anrofac) ২০ গ্রাম দিলে বাছুরের বৃদ্ধি ভালো হয়ে থাকে। সুতরাং এ খাদ্যগুলো মহিষের বাছুরকে দেয়া যেতে পারে।

৩। তৃতীয় ধাপ: বাড়ন্ত বা দুধ ছাড়ানোর পর থেকে (৩ মাস বয়সের পর থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত পর্যন্ত) বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

দুধ ছাড়ানোর সময়ের মাঝামাঝি হতে (৯ সপ্তাহ বয়সের পর থেকে) বাছুরকে ক্রমে আঁশজাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল করতে হবে। এ সময় আঁশজাতীয় খাদ্যের সাথে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণও সরবরাহ করতে হবে।

বকনা মহিষের (৩ মাস পর থেকে গর্ভবতী হওয়া পর্যন্ত) খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বকনা মহিষই পরবর্তীতে গাভীতে রূপান্তরিত হয় বলে বকনা মহিষের জন্মের পর হতেই বিশেষ যত্ন এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। সঠিক যত্ন এবং উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে প্রথম গর্ভধারণের বয়সের ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ভাল খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণত ২৮-৩২ মাস বয়সেই মহিষ প্রথম বাচ্চা ধারণ ৩৮-৪২ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা প্রসব করতে পারে। এজন্য বাড়ন্ত মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত টেবিল-৩ এ উল্লিখিত খাদ্য তালিকা অনুসরণ করা যেতে পারে:

টেবিল-৩: ৩ মাস থেকে গর্ভধারণ পর্যন্ত মহিষের দৈনিক খাদ্য তালিকা

বকনার বয়স (মাস)	দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে	কচি ঘাস সরবরাহ করতে হবে	খড় সরবরাহ করতে হবে
৩-৬ মাস পর্যন্ত	১.০-১.৫ কেজি	৩-৫ কেজি পরিমাণ	১ কেজি
৬-১২ মাস পর্যন্ত	২.০ কেজি	৫-১০ কেজি পরিমাণ	১ কেজি
১২ মাস থেকে গর্ভধারণ পর্যন্ত	২.০-৩.০ কেজি	১০-২০ কেজি পরিমাণ	১.৫-২.০ কেজি